জীবন বিনিময়

প্রিমিয়াম নোট

১. গোলাম মোস্তফা কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন?
ক) কুষ্টিয়া খ) যশোর গ) রাজশাহী ঘ) খুলনা
উত্তর: খ) যশোর

২. গোলাম মোস্তফার জন্মস্থান কোথায়?
ক) মনোহরপুর খ) শৈলকুপা গ) নড়াইল ঘ) কুমারখালী
উত্তর: ক) মনোহরপুর

৩. গোলাম মোস্তফা কোন সালে জন্মগ্রহণ করেন?
ক) ১৮৯৫ খ) ১৮৯৭ গ) ১৯০০ ঘ) ১৯১০
উত্তর: খ) ১৮৯৭

৪. গোলাম মোস্তফার বাড়ি কোন থানার অন্তর্ভুক্ত?
ক) কোটচাঁদপুর খ) শৈলকুপা গ) কালীগঞ্জ ঘ) ঝিনাইদহ
উত্তর: খ) শৈলকুপা

৫. গোলাম মোস্তফা কোন সালে বি.এ. পাস করেন?
ক) ১৯১৫ খ) ১৯১৮ গ) ১৯২০ ঘ) ১৯২৫
উত্তর: খ) ১৯১৮

৬. গোলাম মোস্তফা কোন কলেজ থেকে বি.এ. পাস করেন?
ক) প্রেসিডেন্সি কলেজ খ) রিপন কলেজ গ) রাজশাহী কলেজ ঘ) ঢাকা কলেজ
উত্তর: খ) রিপন কলেজ

৭. কর্মজীবনে গোলাম মোস্তফা কী ছিলেন?
ক) অধ্যাপক খ) প্রধান শিক্ষক গ) সরকারি কর্মকর্তা ঘ) সাংবাদিক
উত্তর: খ) প্রধান শিক্ষক

৮. গোলাম মোস্তফা সাহিত্যিক হিসেবে কোন শাখায় কাজ করেছেন?
ক) কাব্য খ) উপন্যাস গ) জীবনী ও অনুবাদ ঘ) উপরের সবগুলো
উত্তর: ঘ) উপরের সবগুলো

৯. গোলাম মোস্তফার সাহিত্যচর্চার প্রধান অনুপ্রেরণা কী ছিল?
ক) বাংলা ঐতিহ্য খ) ইসলামি ঐতিহ্য গ) পাশ্চাত্য সাহিত্য ঘ) সংস্কৃত সাহিত্য
উত্তর: খ) ইসলামি ঐতিহ্য

১০. গোলাম মোস্তফার কাব্যগ্রন্থের মধ্যে কোনটি অন্তর্ভুক্ত?
ক) রক্তরাগ খ) রূপের নেশা গ) বিশ্বনবী ঘ) কালামে ইকবাল
উত্তর: ক) রক্তরাগ

১১. নিম্নের কোনটি গোলাম মোস্তফার কাব্যগ্রন্থ নয়?
ক) সাহারা খ) হাস্নাহেনা গ) এক মন এক প্রাণ ঘ) বুলবুলিস্তান
উত্তর: গ) এক মন এক প্রাণ

১২. গোলাম মোস্তফার উপন্যাস কোনটি?
ক) বনি আদম খ) খোশরোজ গ) ভাঙ্গাবুক ঘ) সাহারা
উত্তর: গ) ভাঙ্গাবুক

১৩. গোলাম মোস্তফার লিখিত একটি জীবনীগ্রন্থ কোনটি?
ক) মরুদুলাল খ) হাস্নাহেনা গ) বুলবুলিস্তান ঘ) রূপের নেশা
উত্তর: ক) মরুদুলাল
১৪. 'বিশ্বনবী' গ্রন্থটি কোন ধরনের সাহিত্য?
ক) উপন্যাস খ) কাব্য গ) জীবনী ঘ) অনুবাদ
উত্তর: গ) জীবনী
১৫. গোলাম মোস্তফার অনূদিত গ্রন্থ কোনটি?
ক) এক মন এক প্রাণ খ) কালামে ইকবাল গ) রক্তরাগ ঘ) খোশরোজ
উত্তর: খ) কালামে ইকবাল
১৬. গোলাম মোস্তফা কোন ধর্মীয় গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন?
ক) গীতা খ) বাইবেল গ) আল কুরআন ঘ) ত্রিপিটক
উত্তর: গ) আল কুরআন
১৭. 'শিকওয়া ও জওয়াবে শিকওয়া' কে অনুবাদ করেছেন?
ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ) কাজী নজরুল ইসলাম গ) গোলাম মোস্তফা ঘ) সুকান্ত ভট্টাচার্য
উত্তর: গ) গোলাম মোস্তফা
১৮. গোলাম মোস্তফার কাব্যগ্রন্থ 'বুলবুলিস্তান' কোন ধরনের সাহিত্য?
ক) ইসলামী কাব্য খ) দেশপ্রেমমূলক কবিতাগ) মহাকাব্য ঘ) নাটক
উত্তর: ক) ইসলামী কাব্য
১৯. 'রূপের নেশা' কোন ধরনের গ্রন্থ?
ক) কাব্য খ) জীবনী গ) উপন্যাস ঘ) অনুবাদ
উত্তর: গ) উপন্যাস
২০. গোলাম মোস্তফার সাহিত্যকর্ম কোনটির মধ্যে পড়ে?
ক) বাংলা আধুনিক সাহিত্য খ) ইসলামি সাহিত্য গ) রোমান্টিক সাহিত্য ঘ) বিজ্ঞান সাহিত্য
উত্তর: খ) ইসলামি সাহিত্য
২১. 'বনি আদম' কী ধরনের গ্রন্থ?
ক) কাব্য খ) উপন্যাস গ) নাটক ঘ) অনুবাদ
উত্তর: ক) কাব্য
২২. 'এক মন এক প্রাণ' কোন ধরনের গ্রন্থ?
ক) কাব্য খ) উপন্যাস গ) জীবনী ঘ) নাটক
উত্তর: খ) উপন্যাস
২৩. গোলাম মোস্তফার মৃত্যু কোন সালে হয়?
ক) ১৯৫০ খ) ১৯৫৮ গ) ১৯৬৪ ঘ) ১৯৭১
উত্তর: গ) ১৯৬৪
২৪. 'সাহারা' গ্রন্থটি কী ধরনের?
ক) উপন্যাস খ) কাব্যগ্রন্থ গ) নাটক ঘ) অনুবাদ
উত্তর: খ) কাব্যগ্রন্থ
২৫. 'খোশরোজ' কোন ধরনের গ্রন্থ?
ক) কাব্য খ) উপন্যাস গ) জীবনী ঘ) অনুবাদ
উত্তর: ক) কাব্য

২৬. গোলাম মোস্তফার লেখা ইসলামী কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ক) হাস্নাহেনা খ) সাহারা গ) রক্তরাগ ঘ) সবগুলো
উত্তর: ঘ) সবগুলো
২৭. 'মরুদুলাল' গ্রন্থের বিষয়বস্তু কী?
ক) নবী জীবনী খ) ইসলামী ইতিহাস গ) কাব্য ঘ) নাটক
উত্তর: ক) নবী জীবনী
২৮. গোলাম মোস্তফা কোন বছর মৃত্যু বরণ করেন?
ক) ১৯৬৪ খ) ১৯৬৫ গ) ১৯৬৬ ঘ) ১৯৬৭
উত্তর: ক) ১৯৬৪
২৯. গোলাম মোস্তফার সাহিত্যকর্ম কোন বিষয় থেকে অনুপ্রাণিত?
ক) গ্রামীণ জীবন খ) ইসলামী আদর্শ গ) রোমান্টিকতা ঘ) রাজনৈতিক বিষয়
উত্তর: খ) ইসলামী আদর্শ
৩০. গোলাম মোস্তফা কোন বিষয়ে বেশি সাহিত্য রচনা করেছেন?
ক) সামাজিক উপন্যাস খ) ইসলামী ভাবধারা গ) নাটক ঘ) বিজ্ঞান কল্পকাহিনি
উত্তর: খ) ইসলামী ভাবধারা
৩১. 'হাস্নাহেনা' গ্রন্থটি কোন ধরনের সাহিত্য?
ক) উপন্যাস খ) কাব্যগ্রন্থ গ) জীবনী ঘ) নাটক
উত্তর: খ) কাব্যগ্রন্থ
৩২. গোলাম মোস্তফার 'কালামে ইকবাল' কী ধরনের গ্রন্থ?
ক) কাব্য খ) অনুবাদ গ) জীবনী ঘ) নাটক
উত্তর: খ) অনুবাদ
৩৩. গোলাম মোস্তফার রচিত উপন্যাসের মধ্যে কোনটি অন্তর্ভুক্ত?
ক) রক্তরাগ খ) বুলবুলিস্তান গ) ভাঙ্গাবুক ঘ) সাহারা
উত্তর: গ) ভাঙ্গাবুক
৩৪. গোলাম মোস্তফার 'শিকওয়া ও জওয়াবে শিকওয়া' কোন ভাষা থেকে অনূদিত?
ক) আরবি খ) ফারসি গ) উর্দু ঘ) ইংরেজি
উত্তর: গ) উর্দু
৩৫. গোলাম মোস্তফার সাহিত্যকর্ম কোন শ্রেণির পাঠকের জন্য উপযোগী?
ক) শিশু ও কিশোর খ) ধর্মপ্রাণ মানুষ গ) শিক্ষার্থী ও গবেষক ঘ) উপরের সবগুলো
উত্তর: ঘ) উপরের সবগুলো
৩৬. 'বিনিময়' শব্দের অর্থ কী?
ক) পরিবর্তন খ) উপহার গ) সাহায্য ঘ) দান
উত্তর: ক) পরিবর্তন
৩৭. 'নিদ' শব্দের অর্থ কী?
ক) বিশ্রাম খ) ঘুম গ) শান্তি ঘ) আরাম
উত্তর: খ) ঘুম
৩৮. 'ভিষকবৃন্দ' বলতে বোঝায়—
ক) সৈন্যবাহিনী খ) শিক্ষকগণ গ) চিকিৎসকগণ ঘ) শ্রমিকগণ
উত্তর: গ) চিকিৎসকগণ

৩৯. 'বাদশাজাদা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক) রাজপুত্র খ) সাধারণ সৈন্য গ) গোপনচর ঘ) আমির
উত্তর: ক) রাজপুত্র
৪০. 'শেলসম' শব্দের অর্থ কী?
ক) আগুনের মতো খ) তীক্ষ্ণ অস্ত্রের মতো গ) বরফের মতো ঘ) প্রবল ঝড়ের মতো
উত্তর: খ) তীক্ষ্ণ অস্ত্রের মতো
৪১. 'শঙ্কা' শব্দের অর্থ কী?
ক) আশা খ) ভয় গ) বিশ্রাম ঘ) বিশ্বাস
উত্তর: খ) ভয়
৪২. 'অস্তরবি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক) মধ্যাহ্ন সূর্য খ) অস্তগামী সূর্য গ) প্রভাতের সূর্য ঘ) চন্দ্রের আলো
উত্তর: খ) অস্তগামী সূর্য
৪৩. 'দৃপ্ত' শব্দটি এখানে কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক) উদ্ধত খ) নির্লজ্জ গ) উদ্দীপিত ঘ) রাগান্বিত
উত্তর: গ) উদ্দীপিত
৪৪. 'সবচেয়ে যে শ্রেষ্ঠধন' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক) ধন-সম্পদ খ) গৃহস্থালি সামগ্রী গ) মানুষের জীবন ঘ) রাজত্ব
উত্তর: গ) মানুষের জীবন
৪৫. 'ধেয়ানে' শব্দের অর্থ কী?
ক) চিন্তায় খ) আনন্দে গ) কষ্টে ঘ) খেলায়
উত্তর: ক) চিন্তায়
৪৬. 'সুপ্তিমগ্ন' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক) খাদ্য গ্রহণে ব্যস্ত খ) বিশ্রামরত গ) ঘুমে অচেতন ঘ) ধ্যানরত
উত্তর: গ) ঘুমে অচেতন
৪৭. 'ফুকারি' শব্দের অর্থ কী?
ক) হাসি খ) চিৎকার গ) নীরবতা ঘ) কান্না
উত্তর: খ) চিৎকার
৪৮. 'কবুল' শব্দের অর্থ কী?
ক) প্রত্যাখ্যান খ) গ্রহণ করা গ) দান করা ঘ) বিচার করা
উত্তর: খ) গ্রহণ করা
৪৯. 'তিমির রাতের তোরণে ঊষার পূর্বাভাস' বাক্য দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
ক) সূর্যোদয়ের পর রাতের শুরু খ) রাতের শেষে ভোরের আগমন
গ) রাতের অন্ধকার চিরস্থায়ী ঘ) ভোরের সূর্যোদয় ব্যর্থ
উত্তর: খ) রাতের শেষে ভোরের আগমন
৫০. হুমায়ুনের মুমূর্ষু অবস্থা কী দ্বারা বোঝানো হয়েছে?
ক) তিমির রাত খ) গোধূলি গ) সকালের আলো ঘ) ধূলিঝড়
উত্তর: ক) তিমির রাত
৫১। 'জাওয়াবে শিকওয়া' কোন ধরনের রচনা?
ক) প্রবন্ধ খ) উপন্যাস গ) মহাকাব্য ঘ) অনুবাদগ্রন্থ

উত্তর: ঘ) অনুবাদগ্রন্থ
৫২। কবি গোলাম মোস্তফার পদচারণা ছিল?
i. কাব্য সাহিত্যে ii. অনুবাদ সাহিত্য iii. জীবনী সাহিত্যে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii
উত্তর: ঘ) i, ii ও iii
৫৩। 'চারিধারে তার ঘনায়ে আসিছে মরণ-অন্ধকার।'- এখানে কার মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে?
ক) বাবর খ) হুমায়ুন গ) শাহজাহান ঘ) বাহাদুর শাহ
উত্তর: খ) হুমায়ুন
৫৪। 'জীবন বিনিময়' কবিতায় দূরন্ত রোগ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক) ছোঁয়াচে রোগ খ) মরণ ব্যাধি গ) সাধারণ জ্বর ঘ) ক্যান্সার
উত্তর: খ) মরণ ব্যাধি
৫৫। 'জীবন বিনিময়' কবিতায় কোরবানি বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক) পশু জবাই করা খ) আত্মত্যাগ গ) সদকা ঘ) স্নেহবাৎসল্য
উত্তর: খ) আত্মত্যাগ
৫৬. বাদশা বাবর কেন কাঁদছিলেন?
ক) রাজ্য হারানোর জন্য খ) হুমায়ুনের অসুস্থতার কারণে
গ) সেনাবাহিনীর পরাজয়ের কারণে ঘ) নিজের অসুস্থতার কারণে
উত্তর: খ) হুমায়ুনের অসুস্থতার কারণে
৫৭. 'নিদ নাহি চোখে তাঁর' এই বাক্যে 'নিদ' শব্দের অর্থ কী?
ক) কান্না খ) বিশ্রাম গ) ঘুম ঘ) শান্তি
উত্তর: গ) ঘুম
৫৮. বাদশা বাবরের পুত্র কে ছিলেন?
ক) আকবর খ) আওরঙ্গজেব গ) দারা শিকোহ ঘ) হুমায়ুন
উত্তর: ঘ) হুমায়ুন
৫৯. 'চারিধারে তার ঘনায়ে আসিছে মরণ-অন্ধকার' এই বাক্যের অর্থ কী?
ক) হুমায়ুনের মৃত্যুর সম্ভাবনা বাড়ছিল খ) বাবরের রাজ্যে দুর্ভিক্ষ চলছিল
গ) শত্রুরা আক্রমণ করতে চলেছিল ঘ) রাতের অন্ধকার নেমে আসছিল
উত্তর: ক) হুমায়ুনের মৃত্যুর সম্ভাবনা বাড়ছিল
৬০. হুমায়ুনের চিকিৎসার জন্য কে বা কারা এসেছিলেন?
ক) দরবেশগণ খ) কবিরাজ গ) হেকিমগণ ঘ) উপরের সবগুলো
উত্তর: ঘ) উপরের সবগুলো
৬১. 'জীবন-প্রদীপ নিভিয়া আসিছে অস্তরবির প্রায়' - এখানে 'অস্তরবি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক) অস্তগামী সূর্য খ) মুমূর্ষু অবস্থা গ) মধ্যাহ্ন সূর্য ঘ) মৃত্যুর দূত
উত্তর: ক) অস্তগামী সূর্য
৬২. বাদশা বাবর চিকিৎসকদের কী প্রশ্ন করেছিলেন?
ক) রাজ্যে মহামারি ছড়িয়ে পড়েছে কি না খ) হুমায়ুন কি বেঁচে যাবে কি না
গ) যুদ্ধ জয় করা সম্ভব কি না ঘ) তাঁর নিজের অসুস্থতা সম্পর্কে
উত্তর: খ) হুমায়ুন কি বেঁচে যাবে কি না

৬৩. চিকিৎসকদের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল?
ক) তাঁরা নিশ্চিতভাবে বলেছিলেন যে হুমায়ুন বাঁচবে খ) তাঁরা বাবরকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছিলেন
গ) তাঁরা নীরব ছিলেন ঘ) তাঁরা বাবরকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন
উত্তর: গ) তাঁরা নীরব ছিলেন

৬৪. দরবেশ বাবরকে কী পরামর্শ দিয়েছিলেন?
ক) বেশি অর্থ খরচ করতে খ) সর্বোচ্চ মূল্যবান ধন কোরবানি দিতে
গ) যুদ্ধ করতে ঘ) হুমায়ুনকে অন্য দেশে পাঠাতে
উত্তর: খ) সর্বোচ্চ মূল্যবান ধন কোরবানি দিতে

৬৫. বাবরের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ধন কী ছিল?
ক) রাজ্য খ) ধন-সম্পদ গ) নিজের জীবন ঘ) সেনাবাহিনী
উত্তর: গ) নিজের জীবন

৬৬. বাবর নিজের জীবন কোরবানি দেওয়ার জন্য কী করলেন?
ক) দরবেশের হাতে প্রাণ সমর্পণ করলেন খ) গভীর ধ্যানে বসলেন এবং প্রার্থনা করলেন
গ) রাজপ্রাসাদ ছেড়ে চলে গেলেন ঘ) চিকিৎসকদের নতুন ওষুধ আনতে বললেন
উত্তর: খ) গভীর ধ্যানে বসলেন এবং প্রার্থনা করলেন

৬৭. বাবরের প্রার্থনা ছিল—
ক) হুমায়ুন সুস্থ হয়ে উঠুক এবং তিনি (বাবর) মৃত্যুবরণ করুন খ) হুমায়ুনের দীর্ঘায়ু হোক
গ) রাজ্যের শান্তি বজায় থাকুক ঘ) চিকিৎসকরা হুমায়ুনকে সুস্থ করতে পারুক
উত্তর: ক) হুমায়ুন সুস্থ হয়ে উঠুক এবং তিনি (বাবর) মৃত্যুবরণ করুন

৬৮. 'স্তব্ধ-নীরব গৃহতল, মুখে নাহি কারো বাণী' - এখানে কোন পরিস্থিতি বোঝানো হয়েছে?
ক) রাজপ্রাসাদের ব্যস্ততা খ) হুমায়ুনের মৃত্যু
গ) বাবরের গভীর ধ্যানের সময়কার পরিবেশ ঘ) চিকিৎসকদের আলোচনার মুহূর্ত
উত্তর: গ) বাবরের গভীর ধ্যানের সময়কার পরিবেশ

৬৯. বাবর কীভাবে অনুভব করলেন যে তাঁর প্রার্থনা কবুল হয়েছে?
ক) দরবেশ তাঁকে জানালেন খ) তিনি স্বপ্নে দেখলেন
গ) তিনি হঠাৎ অনুভব করলেন ঘ) চিকিৎসকরা তাঁকে জানালেন
উত্তর: গ) তিনি হঠাৎ অনুভব করলেন

৭০. বাবর ফুকারি উঠেছিলেন—
ক) "আমি রাজ্য হারালাম!" খ) "নাহি ভয়, নাহি ভয়!"
গ) "আমার জীবন শেষ!" ঘ) "দরবেশ সত্য বলেছিলেন!"
উত্তর: খ) "নাহি ভয়, নাহি ভয়!"

৭১. হুমায়ুন কীভাবে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন?
ক) নতুন ওষুধ গ্রহণ করে খ) বাবরের আত্মত্যাগের পর ধীরে ধীরে
গ) চিকিৎসকদের চেষ্টায় ঘ) দরবেশের আশীর্বাদে
উত্তর: খ) বাবরের আত্মত্যাগের পর ধীরে ধীরে

৭২. বাবরের মৃত্যুকে কীভাবে বর্ণনা করা হয়েছে?
ক) তিনি পরাজিত হয়েছিলেন খ) তিনি অমর হয়েছিলেন
গ) তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন ঘ) তিনি রোগে মারা গিয়েছিলেন
উত্তর: খ) তিনি অমর হয়েছিলেন

৭৩. বাবরের আত্মত্যাগের প্রধান বার্তা কী?
ক) রাজা সবসময় আত্মত্যাগ করেন খ) ভালোবাসা ও আত্মত্যাগ অমর
গ) রাজত্বই শ্রেষ্ঠ ঘ) চিকিৎসকদের ক্ষমতা সীমিত
উত্তর: খ) ভালোবাসা ও আত্মত্যাগ অমর
৭৪. 'তিমির রাতের তোরণে তোরণে উষার পূর্বাভাস' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
ক) বাবরের মৃত্যুর পর রাজ্য অন্ধকারে ডুবে যায়
খ) বাবরের আত্মত্যাগের ফলে নতুন আশার আলো আসে
গ) যুদ্ধের সূচনা হয়
ঘ) দরবেশের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়
উত্তর: খ) বাবরের আত্মত্যাগের ফলে নতুন আশার আলো আসে
৭৫. 'মরিল বাবর – না, না ভুল কথা' এর মাধ্যমে কী বোঝানো হয়েছে?
ক) বাবর সত্যিই মারা যাননি
খ) বাবরের আত্মত্যাগ তাঁকে অমর করেছে
গ) বাবর কেবল ঘুমিয়ে পড়েছিলেন
ঘ) দরবেশের কথা ভুল ছিল
উত্তর: খ) বাবরের আত্মত্যাগ তাঁকে অমর করেছে
৭৬. কোনটি বাবরের আত্মত্যাগের প্রতীক?
ক) যুদ্ধের বিজয় খ) পিতৃস্নেহ গ) রাজ্যের বিস্তার ঘ) অর্থনৈতিক উন্নতি
উত্তর: খ) পিতৃস্নেহ
৭৭. 'জীবন বিনিময়' কবিতাটি আমাদের কী শিক্ষা দেয়?
ক) রাজা সবসময় ত্যাগ স্বীকার করেন
খ) পিতার ভালোবাসা সন্তানের জন্য যে কোনো আত্মত্যাগে প্রস্তুত
গ) ভাগ্য পরিবর্তন করা যায় না
ঘ) দরবেশগণ সবসময় সত্য বলেন
উত্তর: খ) পিতার ভালোবাসা সন্তানের জন্য যে কোনো আত্মত্যাগে প্রস্তুত
উদ্দীপকটি পড় এবং ৭৮ ও ৭৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
রুগ্ন ছেলের শিয়রে বসিয়া একেলা জাগিছে মাতা,
সম্মুখে তার ঘোর কুজ্ঝটি মহাকাল রাত পাতা।
পার্শ্বে জ্বলিয়া মাটির প্রদীপ বাতাসে জমায় খেল;
আঁধারের সাথে বুঝিয়া তাহার ফুরায়ে এসেছে তেল।
৭৮। রুগ্ন ছেলের সঙ্গে কার মিল রয়েছে?
ক) বাবর খ) আকবর গ) হুমায়ুন ঘ) ভিষকবৃন্দ
৭৯। উদ্দীপকের মাতা কার প্রতিনিধি?
ক) বাবর খ) আকবর গ) হুমায়ুন ঘ) ভিষকবৃন্দ

গুরত্বপূর্ণ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

১। বাদশা বাবর কেন উদ্বিগ্ন ছিলেন?

উত্তর: বাদশা বাবর ছিলেন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন কারণ তাঁর প্রিয় পুত্র হুমায়ুন মৃত্যুশয্যায় ছিলেন।
রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ও দরবেশরা নানা উপায়ে তাঁকে সুস্থ করার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু কোনো ওষুধ বা চিকিৎসা কাজে আসছিল না। বাবর পুত্রের আরোগ্য কামনা করে ব্যাকুল হয়ে পড়েন এবং জানতে চান, হুমায়ুন বাঁচবে কি না। চিকিৎসক ও দরবেশদের নীরবতা তাঁকে আরও গভীর সংকটে ফেলে দেয়। পিতার হৃদয় ভেঙে যায় এবং তিনি বুঝতে পারেন, তাঁর সন্তানের জীবন রক্ষা করার জন্য তাঁকেই কোনো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

২। চিকিৎসক ও দরবেশদের নীরবতা বাবরের মনে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল?

উত্তর: বাদশা বাবর যখন জানতে চান, হুমায়ুন সুস্থ হবে কি না, তখন উপস্থিত চিকিৎসক ও দরবেশরা নীরব থাকেন যা বাবরের মনে গভীর শঙ্কা ও কষ্টের সৃষ্টি করে।
কারণ এটি ছিল এক প্রকারের অমোঘ সত্যের প্রকাশ—যে হুমায়ুনের বেঁচে থাকার আর কোনো উপায় নেই। বাবর উত্তর পাওয়ার জন্য ব্যাকুল ছিলেন, কিন্তু নীরবতা তাঁর মনে ভয়াবহ আশঙ্কা সৃষ্টি করে। এটি তাঁর মনে এক তীক্ষ্ণ বেদনার অনুভূতি জাগিয়ে তোলে, যা কবি 'নিষ্ঠুর নীরবতা' বলে অভিহিত করেছেন। এই নীরবতা যেন হুমায়ুনের অনিবার্য মৃত্যুরই ইঙ্গিত দেয়।

৩। দরবেশ বাদশা বাবরকে কী পরামর্শ দেন?

উত্তর: দরবেশ বাদশা বাবরকে পরামর্শ দেন যে, যদি তিনি তাঁর জীবনের সবচেয়ে প্রিয় ধন আল্লাহর নামে উৎসর্গ করেন, তবে হুমায়ুনের জীবন রক্ষা পেতে পারে।
দরবেশের এই পরামর্শ বাবরের হৃদয়ে গভীর দাগ কাটে এবং তিনি বুঝতে পারেন, তাঁর পুত্রকে বাঁচানোর একমাত্র উপায় তাঁর নিজের জীবন উৎসর্গ করা। বাবর তখন সিদ্ধান্ত নেন যে তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবেন এবং নিজের প্রাণকে হুমায়ুনের জীবনের বিনিময়ে উৎসর্গ করবেন। এই আত্মত্যাগের মাধ্যমে বাবর পিতার নিঃস্বার্থ ভালোবাসার সর্বোচ্চ নিদর্শন রাখেন।

৪। বাবর কেন নিজের জীবনকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ধন বলে মনে করেন?

উত্তর: বাবর মনে করেন, প্রত্যেক মানুষের কাছে তার নিজের জীবনই সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ।
নিজের জীবন হারানোর মতো আর কোনো বড় আত্মত্যাগ হতে পারে না। তিনি যখন দরবেশের কথা শোনেন, তখন উপলব্ধি করেন যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যদি তাঁকে সবচেয়ে মূল্যবান কিছু উৎসর্গ করতে হয়, তবে তা তাঁর নিজের জীবনই হবে। বাবর নিজের প্রাণকে পুত্রের প্রাণের বিনিময়ে উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নেন। এই সিদ্ধান্তই প্রমাণ করে যে, তাঁর কাছে নিজের জীবন সবচেয়ে মূল্যবান ছিল, কিন্তু ছেলের প্রাণের বিনিময়ে সেটি উৎসর্গ করতেও তিনি প্রস্তুত।

৫। বাবরের আত্মত্যাগ কীভাবে প্রকাশিত হয়েছে?

উত্তর: বাবরের আত্মত্যাগ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ও পিতৃত্বের মধ্য দিয়ে।
তিনি বুঝতে পারেন যে, হুমায়ুনের জীবন বাঁচাতে হলে তাঁকে কিছু উৎসর্গ করতে হবে। তাই তিনি আল্লাহর কাছে নিজের প্রাণ উৎসর্গের প্রার্থনা করেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, আল্লাহ যদি সন্তুষ্ট হন, তবে হুমায়ুন সুস্থ হয়ে উঠবে। ফলস্বরূপ, বাবর নিজে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং হুমায়ুন সুস্থ হয়ে ওঠেন। বাবর সত্যিই নিজের জীবন দিয়ে পুত্রকে রক্ষা করেন। এই নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের জন্য বাবরকে 'অমর' বলা হয়েছে।

৬। 'তিমির রাতের তোরণে উষার পূর্বাভাস' - এই পঙক্তির অর্থ কী?

উত্তর: এই পঙক্তির মাধ্যমে কবি বোঝাতে চেয়েছেন, দীর্ঘ রোগযন্ত্রণার পর হুমায়ুনের সুস্থ হয়ে ওঠার লক্ষণ দেখা দেয়।
'তিমির রাত' বোঝায় বাবরের দুশ্চিন্তা ও হুমায়ুনের অসুস্থতা, যা এক গভীর অন্ধকারের প্রতীক। আর 'উষার পূর্বাভাস' বোঝায় আশার আলো—হুমায়ুনের সুস্থ হওয়ার ইঙ্গিত। কবি বলতে চেয়েছেন, বাবরের আত্মত্যাগের মাধ্যমে হুমায়ুনের জন্য নতুন জীবনের সূচনা হয়েছে। এটি একটি কাব্যিক রূপক, যা বোঝায় যে দুঃখ-দুর্দশার পর আশার আলো দেখা দিতে পারে।

৭। বাবরের প্রার্থনার ফল কী হয়?

উত্তর: বাবর যখন গভীর ধ্যানে বসে আল্লাহর কাছে নিজের প্রাণ উৎসর্গের প্রার্থনা করেন, তখন ধীরে ধীরে হুমায়ুন সুস্থ হয়ে ওঠে।

কবি বলেন, বাবর তাঁর প্রাণের বিনিময়ে পুত্রের জীবন কিনে নিয়েছেন। যদিও বাবর নিজে অসুস্থ হয়ে পড়েন, তবু তিনি খুশি থাকেন কারণ তাঁর আত্মত্যাগ সফল হয়। শেষ পর্যন্ত বাবরের মৃত্যু ঘটে, কিন্তু তাঁর আত্মত্যাগের কারণে তাঁকে 'অমর' বলা হয়।

৮। কবিতায় ধর্মীয় বিশ্বাস কীভাবে চিত্রিত হয়েছে?

উত্তর: কবিতায় ধর্মীয় বিশ্বাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

বাবর বিশ্বাস করেন যে, জীবন-মৃত্যু আল্লাহর হাতে নির্ধারিত। তাই তিনি দরবেশের পরামর্শ অনুযায়ী নিজের প্রাণ আল্লাহর নামে উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, যদি আল্লাহ সন্তুষ্ট হন, তবে হুমায়ুনকে বাঁচিয়ে দেবেন। এই আধ্যাত্মিক বিশ্বাসই বাবরের আত্মত্যাগের মূল চালিকা শক্তি।

৯। বাবরের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?

বাদশা বাবরের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তাঁর নিঃস্বার্থ পিতৃত্ব, গভীর আত্মত্যাগ, অপরিসীম ভালোবাসা এবং ধর্মীয় বিশ্বাস। তিনি একজন দায়িত্বশীল পিতা হিসেবে সন্তানের প্রতি অপরিসীম স্নেহ ও মমতা দেখিয়েছেন। তাঁর পুত্র হুমায়ুন মৃত্যুশয্যায় থাকায় তিনি গভীর দুশ্চিন্তায় পড়ে যান এবং যেকোনো মূল্যে তাঁকে সুস্থ করার পথ খুঁজতে থাকেন। যখন তিনি জানতে পারেন যে, নিজের সবচেয়ে মূল্যবান ধন উৎসর্গ করলেই হুমায়ুনের জীবন বাঁচতে পারে, তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, তাঁর নিজের জীবনই সবচেয়ে মূল্যবান। তাই তিনি দ্বিধাহীনভাবে নিজের প্রাণ উৎসর্গের সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে বোঝা যায় যে, তিনি কেবল একজন মহৎ শাসকই ছিলেন না, বরং একজন স্নেহময় পিতাও ছিলেন। তাঁর নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ও আত্মত্যাগের জন্যই তিনি মানুষের মনে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

১০ ।বাদশা বাবরের শঙ্কার কারণ কী ছিল?

বাদশা বাবরের প্রধান শঙ্কার কারণ ছিল তাঁর পুত্র হুমায়ুনের আশঙ্কাজনক অসুস্থতা।

কবিতায় দেখা যায়, হুমায়ুন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় এবং সমস্ত চিকিৎসা সত্ত্বেও তাঁর অবস্থার কোনো উন্নতি হচ্ছিল না। বাবর অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন এবং জানতে চান, তাঁর পুত্র বাঁচবে কি না। কিন্তু দরবেশ ও চিকিৎসকগণ নীরব থাকেন, যা বাবরের মনে আরও গভীর আশঙ্কার সৃষ্টি করে। তিনি বুঝতে পারেন, হুমায়ুনের জীবন সংকটাপন্ন এবং তার জন্য কোনো বিশেষ উপায় অবলম্বন করতে হবে। তাই বাবর তাঁর সবচেয়ে মূল্যবান ধন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হন, যাতে তাঁর পুত্রের জীবন রক্ষা পায়।

১১. 'শেলসম আসি বাবরের বুকে বিঁধিল কিসের ব্যথা!'–কবির এই বক্তব্যের অর্থ কী?

উত্তর:

বাবর যখন জানতে চান যে, হুমায়ুনের সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না, তখন দরবেশ ও চিকিৎসকগণ নীরব থাকেন, তখন উক্ত পঙ্ক্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই নীরবতা বাবরের জন্য অসহনীয় কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বাবর আশা করছিলেন, কেউ তাঁকে আশার কথা বলবে, কিন্তু যখন কেউ কোনো উত্তর দিল না, তখন তাঁর মনে গভীর হতাশা জন্ম নেয়। এই নীরবতাই তাঁর হৃদয়ে তীক্ষ্ণ অস্ত্রের মতো বিঁধে যায় এবং তিনি বুঝতে পারেন, তাঁর পুত্রের জীবন বাঁচানোর জন্য কোনো অলৌকিক সমাধানের প্রয়োজন। তাই তিনি আত্মত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন।

১২. বাদশা বাবর কীভাবে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেন?

উত্তর:
বাদশা বাবর নিজের প্রাণ উৎসর্গ করার জন্য গভীর ধ্যানে বসেন এবং মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন।

বাবর মনে করেন, তাঁর জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান ধন হলো তাঁর নিজের প্রাণ, যা তিনি আল্লাহর দরবারে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। তিনি বিনিময়ে তাঁর পুত্র হুমায়ুনের জীবন কামনা করেন। প্রার্থনার পর তিনি নিশ্চিত হন যে, আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা কবুল করেছেন এবং হুমায়ুনের জীবন বেঁচে যাবে। এরপর বাবর ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মৃত্যুবরণ করেন, কিন্তু হুমায়ুন নতুন জীবন ফিরে পায়। এই আত্মত্যাগের মাধ্যমেই বাবর পিতৃত্বের সর্বোচ্চ নিদর্শন স্থাপন করেন।

১৩. 'মরিল বাবর – না, না ভুল কথা, মৃত্যু কে তারে কয়?'–এই পঙক্তির ভাব ব্যাখ্যা কর।

উত্তর:
এই পঙক্তির মাধ্যমে কবি বোঝাতে চেয়েছেন, বাদশা বাবর শারীরিকভাবে মারা গেলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি অমর হয়ে আছেন।

বাবর শুধু একজন শাসক ছিলেন না, তিনি ছিলেন নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগী পিতা। তিনি নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে পুত্র হুমায়ুনকে নতুন জীবন ফিরিয়ে দেন। এ ধরনের মহৎ আত্মত্যাগ মানুষ চিরকাল স্মরণ করে। তাই কবি বলতে চেয়েছেন, বাবরের মৃত্যু আসলে প্রকৃত মৃত্যু নয়; তাঁর ত্যাগ, ভালোবাসা এবং আত্মনিবেদন তাঁকে মানুষের হৃদয়ে অমর করে রেখেছে। পিতৃস্নেহের কাছে মরণের পরাজয় হয়েছে, ফলে বাবরের মহত্ব তাঁকে চিরস্মরণীয় করেছে।

১৪। কবিতায় 'তিমির রাতের তোরণে ঊষার পূর্বাভাস' বাক্যটির অর্থ কী?

উত্তর:
'তিমির রাতের তোরণে ঊষার পূর্বাভাস' বলতে কবি বোঝাতে চেয়েছেন, গভীর অন্ধকারের পর যেমন নতুন দিনের সূচনা হয়, ঠিক তেমনি বাবরের আত্মত্যাগের পর হুমায়ুনের জীবনে নতুন সূর্যের আলো দেখা দেয়।

হুমায়ুন যখন মরণাপন্ন অবস্থায় ছিল, তখন চারপাশ ছিল হতাশা আর দুঃখের অন্ধকারে ঢাকা। কিন্তু বাবর তাঁর প্রাণ উৎসর্গ করার পর, ধীরে ধীরে হুমায়ুন সুস্থ হয়ে ওঠে। এটি একটি নতুন জীবনের প্রতীক, যেখানে বাবরের মৃত্যু হলেও হুমায়ুন নতুন জীবন পায়। তাই কবি এখানে আশার আলো ফুটে ওঠার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

১৫। বাবরের আত্মত্যাগের শিক্ষণীয় দিক কী?

উত্তর:
বাবরের আত্মত্যাগ থেকে আমরা নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, আত্মনিবেদন এবং ত্যাগের মহত্ব শিখতে পারি।

একজন প্রকৃত পিতা সন্তানের জন্য নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে পারেন—এ কথাটি বাবরের চরিত্রের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর আত্মত্যাগ থেকে বোঝা যায় যে, প্রকৃত ভালোবাসার প্রকৃত পরিচয় হলো নিজের স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে অন্যের কল্যাণ কামনা করা। বাবর তাঁর প্রাণ দিয়ে পুত্রকে বাঁচিয়েছেন, যা নিঃস্বার্থ ভালোবাসার অনন্য দৃষ্টান্ত। তাই কবিতাটি আত্মত্যাগ ও মানবিকতার শিক্ষা দেয় এবং আমাদেরকে অন্যের কল্যাণে নিজেদের ত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

১৬।. বাদশা বাবর কীভাবে বুঝতে পারেন যে, আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা কবুল করেছেন?

উত্তর:
বাদশা বাবর অনুভব করেন যে, আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা গ্রহণ করেছেন।

বাদশা বাবর গভীর ধ্যানে বসে আল্লাহর কাছে তাঁর নিজের প্রাণ উৎসর্গ করে পুত্রের জীবন রক্ষার জন্য প্রার্থনা করেন। কিছুক্ষণ পরে, তিনি হঠাৎ ফুকার দিয়ে ওঠেন—"নাহি ভয়, নাহি ভয়!" তাঁর মনে এক ধরনের প্রশান্তি নেমে আসে এবং

তিনি নিশ্চিত হন যে, হুমায়ুন আর মারা যাবে না। এরপর দেখা যায়, হুমায়ুন ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠতে থাকে, আর বাবর নিজে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এটি ছিল তাঁর আত্মত্যাগের ফল, যা আল্লাহ কবুল করেছিলেন।

১৭. 'নিস্তব্ধ গৃহতল' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর:
'নিস্তব্ধ গৃহতল' বলতে বোঝানো হয়েছে সেই মুহূর্তের গভীর নীরবতা, যখন বাবর নিজের প্রাণ উৎসর্গ করার জন্য ধ্যানে বসেন।

কবিতায় বলা হয়েছে, এই সময় সবাই নিঃশব্দ ছিল এবং পরিবেশ ছিল একেবারে শান্ত। কারো মুখে কোনো কথা ছিল না, কারণ বাবরের আত্মত্যাগের দৃশ্য সবার হৃদয় স্পর্শ করেছিল। এই নিস্তব্ধতা গভীর শোক ও ভাবনার প্রতীক, যেখানে প্রত্যেকে বাবরের মহান আত্মত্যাগকে সম্মান জানিয়েছিল।

১৮. **বাদশা বাবরের আত্মত্যাগ কীভাবে পিতৃত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন?**

উত্তর:
বাদশা বাবর নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, সন্তানের জন্য একজন পিতা সবকিছু করতে পারেন। তিনি নিজের জীবনকে সবচেয়ে মূল্যবান ধন হিসেবে চিনতে পেরেছিলেন এবং তা পুত্রের জন্য উৎসর্গ করতে দ্বিধা করেননি। এটি নিঃস্বার্থ ভালোবাসার চূড়ান্ত রূপ। পিতৃত্বের প্রকৃত রূপ হলো সন্তানের কল্যাণের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা, যা বাবর অত্যন্ত নিখুঁতভাবে দেখিয়েছেন। এই কারণে, বাবরের আত্মত্যাগ পিতৃত্বের এক মহান নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হয়।

নমুনা সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর:

১। বাবার সঙ্গে ঢাকায় বেড়াতে এসে ছিনতাইকারীর কবলে পড়ে উৎপল ও তার বাবা। একপর্যায়ে ছিনতাইকারীরা উৎপলকে আঘাত করতে এলে বাবা তাকে সরিয়ে দিয়ে নিজে ছিনতাইকারীর ছুরিতে রক্তাক্ত হন। হাসপাতালে ডাক্তার সাহেব যখন উৎপলকে জানান যে, এই মুহূর্তে রক্ত না হলে রোগী বাঁচানো যাবে না। সঙ্গে সঙ্গে উৎপল তার শরীর থেকে প্রয়োজনীয় রক্ত দিয়ে বাবাকে আশঙ্কামুক্ত করেন।

ক. 'জীবন বিনিময়' কবিতায় কোনটিকে 'সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ধন' বলা হয়েছে?

খ. কবি 'জীবন বিনিময়' কবিতায় নীরবতাকে নিষ্ঠুর বলেছেন কেন?

গ. উৎপলকে সরিয়ে দেয়ার মধ্য দিয়ে উদ্দীপকের পিতার মাঝে 'জীবন বিনিময়' কবিতার বাদশা বাবরের যে পরিচয় মেলে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'ভাবগত ঐক্য থাকলেও উদ্দীপকটি 'জীবন বিনিময়' কবিতার ঘটনাপ্রবাহের সমার্থক নয়'—মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

<u>১ নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর</u>

ক. 'জীবন বিনিময়' কবিতায় বাদশা বাবরের নিজের জীবনকে 'সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ধন' বলা হয়েছে।

খ. কবি নীরবতাকে নিষ্ঠুর বলেছেন, কারণ বাদশা বাবর যখন হুমায়ুনের আরোগ্যের সম্ভাবনা জানতে চান, তখন চিকিৎসক ও দরবেশরা নীরব থাকেন।

এই নীরবতা আসলে একটি অমোঘ সত্যের ইঙ্গিত দেয়—হুমায়ুনের বাঁচার আর কোনো উপায় নেই। বাবর উত্তর পাওয়ার জন্য ব্যাকুল ছিলেন, কিন্তু কারো মুখে কোনো কথা না থাকায় তাঁর মনে গভীর শঙ্কা ও কষ্টের জন্ম নেয়। এই নিঃশব্দতা তাঁর জন্য তীক্ষè বেদনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যা কবি 'নিষ্ঠুর' বলে অভিহিত করেছেন। এই মুহূর্তে নীরবতা যেন মৃত্যুর ঘোষণা হয়ে দাঁড়ায়, কারণ তা হুমায়ুনের আশাহীন অবস্থাকেই প্রকাশ করে। তাই কবি এই নিষ্করুণ ও ভয়ংকর নীরবতাকে নিষ্ঠুরতার প্রতীক হিসেবে চিত্রিত করেছেন।

গ. উদ্দীপকের পিতার মধ্যে 'জীবন বিনিময়' কবিতার বাদশা বাবরের যে পরিচয় মেলে, তা হলো নিজের জীবন দিয়ে সন্তানের জীবন রক্ষা করার এক নিঃস্বার্থ প্রেমের প্রকাশ। কবিতায় বাবর তাঁর পুত্র হুমায়ুনের জীবন বাঁচানোর জন্য নিজের জীবন দান করতে প্রস্তুত হন, একেবারে নিজের প্রিয় প্রাণকে অমূল্য ধন বলে মনে করে সেটি উৎসর্গ করেন। এইভাবে তিনি তাঁর পিতৃত্বের গভীরতা ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসা প্রদর্শন করেন।

এভাবেই উদ্দীপকের পিতা যখন উৎপলকে ছিনতাইকারীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে নিজেকে বিপদে ফেলে, তখন তার আচরণও এক ধরনের আত্মত্যাগের প্রতীক হয়ে ওঠে। তিনি নিজের জীবনকে তুচ্ছ মনে করে সন্তানের নিরাপত্তার জন্য তার শরীরে আঘাত গ্রহণ করেন। ঠিক যেমন বাদশা বাবর তার পুত্র হুমায়ুনের জীবন বাঁচাতে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন, উদ্দীপকের পিতা তার জীবন দিতে প্রস্তুত হয়ে উঠেন।

এছাড়া, উৎপল তার বাবাকে রক্ষা করার জন্য রক্তদান করেন এবং তা বাবার জীবন বাঁচায়, কিন্তু তার বাবার মধ্যে আত্মত্যাগের এই মানবিক গুণাবলীই মূলত 'জীবন বিনিময়' কবিতার বাবরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। বাবার প্রতি সন্তানের অগাধ ভালোবাসা এবং তাকে রক্ষা করার তাগিদই দুই ক্ষেত্রেই প্রধান অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়ায়। তাই বলা যায়, উৎপল'র বাবা এবং বাবর—দুই জনের মধ্যে সন্তানের জন্য জীবন দেয়ার এক অটুট সম্পর্ক ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসা মেলে, যা কবিতার মূল ভাবের সাথে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ।

ঘ. 'ভাবগত ঐক্য থাকলেও উদ্দীপকটি 'জীবন বিনিময়' কবিতার ঘটনাপ্রবাহের সমার্থক নয়'—এই মন্তব্যটি যথার্থ।

উদ্দীপকটি এবং 'জীবন বিনিময়' কবিতার মধ্যে মূলভাবের একটা স্পষ্ট মিল রয়েছে। উভয়েই পিতৃত্বের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ এবং পুত্রের জন্য পিতার আত্মদানের বিষয়টি তুলে ধরেছে। কবিতায় বাবর তাঁর পুত্র হুমায়ুনের জীবন বাঁচানোর জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেন, ঠিক তেমনি উদ্দীপকের পিতাও তার জীবন দিয়ে সন্তানের জীবন রক্ষা করেন। সুতরাং, ভাবগতভাবে দুটি ঘটনাই নিজের জীবনকে তুচ্ছ মনে করে সন্তানের জন্য আত্মত্যাগের বিষয়টি প্রদর্শন করেছে।

তবে, ঘটনাপ্রবাহে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। 'জীবন বিনিময়' কবিতায় বাদশা বাবরের আত্মত্যাগের ঘটনা এক ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক প্রেক্ষাপটে ঘটে, যেখানে বাবর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন এবং তাঁর প্রিয় জীবনের বিনিময়ে পুত্রের জীবন ফেরত পেতে চান। এখানে আধ্যাত্মিক এবং ধর্মীয় সত্তার সঙ্গেও সম্পর্ক রয়েছে, যা কবিতার ঘটনাপ্রবাহে গুরুত্ব পায়।
অন্যদিকে, উদ্দীপকটির ঘটনা বাস্তব এবং আধুনিক সামাজিক প্রেক্ষাপটে ঘটছে, যেখানে ছিনতাইকারীদের আক্রমণের মধ্যে থেকে উৎপল তার বাবা রক্ত দিয়ে বাঁচান। এখানে আধ্যাত্মিক কোনো উপাদান নেই, বরং বাস্তবিকভাবে আত্মত্যাগ এবং সাহসিকতার বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে।
তাই বলা যায় যে, ভাবগত মিল থাকা সত্ত্বেও ঘটনাপ্রবাহের দৃষ্টিকোণ থেকে দুটি ঘটনা একে অপরের সমার্থক নয়। কবিতার ঘটনা এক ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছে, যেখানে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং তাঁর করুণা গুরুত্বপূর্ণ, আর উদ্দীপকের ঘটনা হলো এক আধুনিক ও বাস্তব জীবনের দৃষ্টান্ত, যেখানে রক্তদান ও শারীরিক আত্মত্যাগের মাধ্যমে জীবন রক্ষা করা হচ্ছে।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

১। উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই
নিঃশেষে প্রান যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

ক) 'জীবন বিনিময়' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?
খ) "মরিয়া বাবর অমর হয়েছে"- ব্যাখ্যা কর।
গ) উদ্দীপকের সঙ্গে 'জীবন বিনিময়' কবিতার সাদৃশ্য তুলে ধর।
ঘ) উদ্দীপকের শেষ দুই চরণ 'জীবন বিনিময়' কবিতার সামগ্রিক ভাব ধারণ করে- উদ্দীপক ও 'জীবন বিনিময়' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা কর।

২।
রাত থম্ থম্ স্তব্ধ নিঝুম, ঘোর-ঘোর-আন্ধার,
নিশ্বাস্ ফেলি তাও শোনা যায় নাই কোথা সাড়া কার।
রুগ্ন ছেলের শিয়রে বসিয়া একেলা জাগিছে মাতা,
করুণ চাহনি ঘুম্ ঘুম্ যেন ঢুলিছে চোখের পাতা।
শিয়রের কাছে নিবু নিবু দীপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া জ্বলে,
তারি সাথে সাথে বিরহী মায়ের একেলা পরাণ দোলে।
ভন্ ভন্ ভন্ জমাট বেঁধেছে বুনো মশকের গান
এদো ডোবা হতে বাহিছে কঠোর পচান পাতার ঘ্রাণ।
ছোটকুঁড়ে ঘর, বেড়ার ফাঁকেতে আসিছে শীতের বায়ু,
শিয়রে বাসিয়া মনে মনে মাতা গণিছে ছেলের আয়ু।

ক) 'বাদশাজাদা' শব্দের অর্থ কী?
খ) "নাহি ভয় নাহি ভয়" – ব্যাখ্যা কর।
গ) উদ্দীপকের সঙ্গে 'জীবন বিনিময়' কবিতার সাদৃশ্য তুলে ধর।
ঘ) উদ্দীপকটি 'জীবন বিনিময়' কবিতার সামগ্রিক ভাব ধারণ করে কি?- উদ্দীপক ও 'জীবন বিনিময়' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা কর।

৩।
ভাল কোরে দাও আল্লা রছুল ভাল করে দাও পীর,

কহিতে কহিতে মুখখানি ভাসে বহিয়া নয়ন নীর !
বাঁশ বনে বসি ডাকে কানা কুয়ে, রাতের আঁধার ঠেলি,
বাদুড় পাখার বাতাসেতে পড়ে সুপারীর বন হেলি।
চলে বুনো পথে জোনাকী মেয়েরা কুয়াশা কাফন ধরি,
কিবা শঙ্কায় মার পরাণ উঠিছে ভরি।
যে কথা ভাবিতে পরাণ শিহরে তাই ভাসে হিয়া কোণে,
বালাই বালাই, ভাল হবে যাদু মনে মনে জাল বোনে।

ক)'শিকওয়া ও জাওয়াবে শিকওয়া' কোন ধরনের রচনা?
খ) "পিতৃস্নেহের কাছে হইয়াছে মরণের পরাজয়"- ব্যাখ্যা কর।
গ) উদ্দীপকের সঙ্গে 'জীবন বিনিময়' কবিতার সাদৃশ্য তুলে ধর।
ঘ) "উদ্দীপকটি 'জীবন বিনিময়' কবিতার সামগ্রিক ভাব ধারণ করে নাই"- উদ্দীপক ও 'জীবন বিনিময়' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা কর।

৪। রুগ্ন ছেলের শিয়রে বসিয়া একেলা জাগিছে মাতা,
সম্মুখে তার ঘোর কুজ্ঝটি মহাকাল রাত পাতা।
পার্শ্বে জ্বলিয়া মাটির প্রদীপ বাতাসে জমায় খেল;
আঁধারের সাথে বুঝিয়া তাহার ফুরায়ে এসেছে তেল।

ক) গোলাম মোস্তফার গ্রামের নাম কী?
খ) "তিমির রাতের তোরণে তোরণে ঊষার পূর্বাভাস"- ব্যাখ্যা কর।
গ) উদ্দীপকের সঙ্গে 'জীবন বিনিময়' কবিতার সাদৃশ্য তুলে ধর।
ঘ) "উদ্দীপকটি 'জীবন বিনিময়' কবিতার বিপরীত ভাব প্রকাশ পেয়েছে।"- উদ্দীপক ও 'জীবন বিনিময়' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা কর।

৫। একদিন ছোট মেয়ে রাহা বাবার হাত ধরে বলল, "বাবা, আমি যদি কখনো পড়ে যাই?" বাবা হেসে বললেন, "আমি তোমায় ধরে ফেলব।" বছর কেটে গেল, রাহা বড় হলো, জীবনসংগ্রামে হোঁচট খেল।
বাবা তখনো আগের মতোই পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি আছি, ভয় নেই!"

ক) ভিষক বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে?
খ) "চারিধারে তার ঘনায়ে আসিছে মরণ-অন্ধকার"- বলতে কী বোঝ?
গ) উদ্দীপকের সঙ্গে 'জীবন বিনিময়' কবিতার বৈসাদৃশ্য তুলে ধর।
ঘ) উদ্দীপকটি 'জীবন বিনিময়' কবিতার সামগ্রিক ভাব ধারণ করে কি?- উদ্দীপক ও 'জীবন বিনিময়' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা কর।

৬।
প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে জোড় হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে ॥
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বরদান।
দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান ॥

ক) 'ভাঙ্গাবুক' কোন ধরনের রচনা?
খ) মরিল বাবর - না, না ভুল কথা, মৃত্যু কে তারে কয়?'—এই পঙক্তির ভাব ব্যাখ্যা কর।
গ) উদ্দীপকের সঙ্গে 'জীবন বিনিময়' কবিতার বৈসাদৃশ্য তুলে ধর।
ঘ) উদ্দীপকটি 'জীবন বিনিময়' কবিতার মূলভাব ধারণ করে কি?- উদ্দীপক ও 'জীবন বিনিময়' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা কর।